পাংশা সরকারি কলেজের পটভূমি ও ইতিহাস

১. **প্রতিষ্ঠাকাল**
   - ১৯৬৯ সালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৯৬৯ সালের ২৪ জুলাই।

২. **প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট**
   - পাংশা থানা থেকে রাজবাড়ী শহরের দূরত্ব ২৫ কি.মি. এবং কুষ্টিয়া শহরের দূরত্ব ৪০ কি.মি.। ষাটের দশকে পাংশার অনেক ছাত্র-ছাত্রী রাজবাড়ী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনায় পড়াশোনা করত। তৎকালীন পাংশা থানার ক্রমবর্ধমান ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনসংখ্যা বিবেচনায় পাংশা থানায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরী হয়েছিল।

৩. **কলেজ প্রতিষ্ঠাতার জন্য সাংগাঠনিক কমিটি গঠন**
   - ১৯৬৭ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট সাংগাঠনিক কমিটি গঠন করা হয়, যার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন গোয়ালন্দ মহাকুমা প্রশাসক আফজাল কাহুত এবং সেক্রেটারী ছিলেন সার্কেল অফিসার এ.কে. এম.আয়েজ উদ্দিন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পাংশা থানার ১৯ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, পাংশার ৯ টি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কিছু ব্যবসায়ী উক্ত সাংগাঠনিক কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটি কলেজটির নামকরণ করেন " পাংশা কলেজ"। ১৯৯২ সালে নামকরণ করা হয় " পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ " এবং ২০১৫ সালে কলেজটি জাতীয়করণ হওয়ায় নামকরণ করা হয় " পাংশা সরকারি কলেজ"।

৪. **প্রাথমিক অবকাঠামো**
   - কলেজটি উন্নয়নের জন্য ১৯৭১ সালে তৎকালীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ মন্ত্রাণালয়ের পক্ষ থেকে ঢেউটিন, গম,চাউল ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। তখন রিলিফের টিন দিয়ে একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়।

৫. **প্রথম অধ্যক্ষের নাম**
   - ১৯৬৯ সালের ২৫ জুলাই জনাব মোঃ আরশাদ আলী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬. **প্রথম ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা**
   - প্রাথমিকভাবে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল।

৭. **শিক্ষা কার্যক্রমের ধরণ**
   - কলেজটি এইচএসসি স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম দিয়ে যাত্রা শুরু করে। প্রাথমিক অনুমতির সন হলো - উচ্চমাধ্যমিক-০১/০৭/১৯৬৯ খ্রি. , ডিগ্রী-০১/০৭/১৯৭৬ খ্রি. ,অনার্স-০১/০৭/১৯৯৮ খ্রি.,মাস্টার্স ১ম পর্ব-০১/০৭/১৯৯২ খ্রি., মাস্টার্স শেষ পর্ব-০১/০৭/১৯৯৪ খ্রি.।

৮. জাতীয়করণের তারিখ

- কলেজটির জাতীয়করণের তারিখ হলো ০৮/১০/২০১৫ খ্রি. ।

৯. অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- শ্রেণি কক্ষ-৪৪, খেলার মাঠ-১টি, পুকুর -১টি, ছাত্রাবাস-১টি, ছাত্রীনিবাস-১টি, শিক্ষক ডর্মিটরি-১টি, ছাত্র কমনরুম-১টি, ছাত্রী কমনরুম-১টি, একাডেমিক ভবন-৫টি, গ্রন্থাগার-১টি, আইসিটি ল্যাব-২টি, বিজ্ঞানাগার-৩টি, জিআইএস ল্যাব-১টি, সেমিনার-৭টি, স্মার্ট ক্লাসরুম-৭টি । কলেজে মোট ভবন-২১ টি (নতুন,পুরাতন, টিনসেডসহ)।

১০. গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

- শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিতে উপজেলা,জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অনেক স্বীকৃতি রয়েছে।

১১. সামাজিক ও শিক্ষাগত অবদান

- এলাকার শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে কলেজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাংশা উপজেলা-র **স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন** বা আনুষ্ঠানিক "rate of education" হলো **৪০.০১%,** যা অর্জনে সরকারি কলেজটির অবদান অনেক।

১২. বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে

- বর্তমানে ৯২০০ জন শিক্ষার্থী, ৬৬ জন শিক্ষক ও ৪১ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। বর্তমানে পাংশা সরকারি কলেজে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে বিষয়সমূহ পাঠদান করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হলো:

উচ্চমাধ্যমিক বিষয়সমূহ	বাংলা,ইংরেজি,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি ও সুশাসন, ভূগোল, ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষিশিক্ষা, হিসাববিজ্ঞান,ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলাম শিক্ষা, যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজ কর্ম, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিত ।
ডিগ্রি বিষয়সমূহ	বাংলা,ইংরেজি,সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান,ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ইসলাম শিক্ষা, দর্শন, অর্থনীতি,সমাজ কর্ম, মার্কেটিং, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিত ।
অনার্স বিষয়সমূহ	বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান ও গণিত।
মাস্টার্স বিষয়সমূহ	বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল ও পরিবেশ, ও ব্যবস্থাপনা।